“রংপুর বিএডিসি”- সেচ বিভাগ এর

সেচ সমাচার

দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ ৩১ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ ; ১৫ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), সেচ ভবন, রংপুর।

সেচ সমাচার

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা ও সম্পাদনায় :
প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি)
বিএডিসি, রংপুর।

সহযোগিতায় :
এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ)
বিএডিসি, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর।

হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ
নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা)
বিএডিসি, লালমনিরহাট রিজিয়ন, লালমনিরহাট।

সৈয়দা সাবিহা জামাল
নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ)
বিএডিসি, দিনাজপুর রিজিয়ন, দিনাজপুর।

প্রকাশনায় :
"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প"
বিএডিসি, রংপুর।

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

ফটোগ্রাফি : মোরশেদুল ইসলাম, ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্রকল্প দপ্তর।

প্রচ্ছদ : মোঃ শাহ্ আলম, কম্পিউটার অপারেটর, প্রকল্প দপ্তর।

সংখ্যা : ৫০০ কপি।

মুদ্রণে : আজাদ প্রেস, ষ্টেশন রোড, রংপুর।
মোবা: ০১৭১২-১৩০৬১৮,০১৭১৮-৮৯৮৮০৩

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লগ্ন ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর, থেকে কৃষির উন্নয়নে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএডিসি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের বীজ ও সারের ব্যবহার এবং আধুনিক সাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থাপনার প্রচলনে অবদান রেখে চলেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করনে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিএডিসি'র ওপর অর্পন করেছে যা বিএডিসি অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় রংপুর অঞ্চলের ৪টি জেলার ২৮টি উপজেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে "রংপুর অঞ্চলের ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্পটি শুরু থেকে রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর, সহজলভ্য সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ, পরিত্যাক্ত/অকেজ গভীর নলকূপ পূর্ণবাসন, ভ্রাম্যমান সোলার সেচ সহ ০.৫-কিউসেক সোলার চালিত এলএলএলপি স্থাপন ও ১-কিউসেক এলএলপি স্থাপনের কাজ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, জলবায়ুর প্রতিকুল প্রভাব মোকাবেলায় সেচের পানির চাহিদা ও সহজ লভ্যতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শস্য বিন্যাসেরও পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বিএডিসি তথা রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল সচেষ্ট রয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করে বিএডিসি তথা রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল দেশের ক্রমবধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আধুনিক ও উদ্ভাবনী কৃষি যন্ত্রপাতি, উপকরণ এবং উৎপাদন সরবরাহের কর্মকৌশল গ্রহণ করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। প্রকাশিত এ মুখপত্রে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প সহ রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম/সাফল্যের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করা হয়েছে যা বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও
প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি)
বিএডিসি, রংপুর।

ভিতরের পাতায়

১। "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এর সার সংক্ষেপ --- ২
২। বিএডিসি'র আওতায় রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ " শীর্ষক প্রকল্পের বিগত বছরের অর্জন --- ৩
৩। বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয় কর্তৃক এসএমএস এর মাধ্যমে সেচ পাম্প চালু-বন্ধ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন --- ৪-৫
৪। তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক নেংটিছেড়া খাল পুনঃখনন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন --- ৬
৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মহোদয় কর্তৃক "এমআইডিআইইপি" শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন --- ৭
৬। বিএডিসি'র বেস্ট পিডি অ্যাওয়ার্ড পুরষ্কার-২য় স্থান অর্জনকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার--- ৮
৭। বিএডিসি'র আওতায় রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় --- ৯
বাস্তবায়িত আধুনিক ইনোভেটিভ আইডিয়া সৌর চালিত ডুয়েল পাম্পিং সিস্টেম বাস্তবায়ন এর সার সংক্ষেপ।
৮। জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয় কতৃক তিস্তার চরে বিএডিসি'র উদ্ভাবনী সেচ ব্যবস্থাপনা "ভ্রাম্যমান সোলার সেচ" পরিদর্শন --- ১০
৯। নতুন প্রযুক্তি"আন্ত সংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা (ইন্টারলিংকিং)" এর করণে তিস্তা ও সানিয়াজান নদীর সুফল পাচ্ছে হাতিবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নবাসী --- ১১-১২
১০। জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়ের বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন --- ১৩
১১। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরেও সগৌরবে এগিয়ে চলছে বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম --- ১৪
১২। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের তথ্য--- ১৫
১৩। রংপুর সার্কেলে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন--- ১৬
১৪। সার্কেলের আওতায় জনবলের তথ্য--- ১৭
১৫। প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকাশনাসমূহ--- ১৮
১৬। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত খবর --- ১৯
১৭। চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি--- ২০-২৫
১৮। সেচ মৌসুমের শুভ উদ্বোধন ও সোলার চালিত নৌকা বিতরণ--- ২৬
১৯। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং রাজস্ব আদায় সহজীকরণের নিমিত্ত উদ্ভাবনী সফটওয়্যার এর ব্যবহার এবং --- ২৭
জনাব মোঃ সাত্তার গাজী, (প্রধান) মনিটরিং বিএডিসি, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক "এমআইডিআইইপি" ও রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন
২০। প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রকল্পের কার্যক্রম ---২৮

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ক্ষুদ্র সেচ উইং এর রংপুর (ক্ষুদ্র সেচ) সার্কেল, রংপুর কর্তৃক 'মুজিব শতবর্ষ' উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মুখপত্র "সেচ সমাচার" প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

কৃষিই আদি, কৃষিই সমৃদ্ধি। কৃষিপ্রধান এ দেশের কৃষিই জাতির মেরুদন্ড। কৃষকের কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তদানীন্তন সরকার ১৯৫৯ সালের ১৬ই জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করে। এ কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের ১৬ই অক্টোবর ৩৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে "ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত। বিএডিসি কৃষিক্ষেত্রে উন্নত জাতের বীজ, ক্ষুদ্র সেচের আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির কলা-কৌশল, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সেচ ও সেচ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দেশের কৃষির উন্নয়নে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর উপলব্ধি থেকে বলেছিলেন ''কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমেই আমাদের দেশ খাদ্য শস্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি যাতে পড়েনা থাকে এবং জমির ফলন যাতে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে''। আজ যখন বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর করাল গ্রাসে পুরো পৃথিবীর উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষি ক্ষেত্রে করণীয় প্রতিপালনে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবাদযোগ্য জমি ফেলে না রেখে প্রতি ইঞ্চি জমিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল অবলম্বণ করে উন্নত জাতের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিরলক্ষ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপির নেতৃত্বে কৃষিকে বানিজ্যিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণ, আধুনিকীকরণ ও লাভ জনক করার জন্য নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর বিভাগে-রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প এবং লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে "সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট/১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্থ লো-লিফটপাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন" এবং "কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ" শীর্ষক কর্মসূচির কাজ সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

রংপুর (ক্ষুদ্র সেচ) সার্কেলের অভ্যন্তরীণ মুখপত্র সেচ সমাচারে উপস্থাপিত তথ্যসুমহ রংপুর (ক্ষুদ সেচ) সার্কেল, বিএডিসি, রংপুর এর সামগ্রিক কর্মকান্ড সমন্ধে সম্যক ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাদের সহযোগিতা, মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে রংপুর অঞ্চলের ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায়"সেচ সমাচার" প্রকাশিত হলো তাদের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

মোঃ জিয়াউল হক
প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ)
বিএডিসি, ঢাকা

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প"- এর সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের পরিচিতি :

(ক) প্রকল্পের নাম	:	রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।
(গ) বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
(ঘ) সেক্টর/সাব-সেক্টর	:	কৃষি/সেচ।
(ঙ) প্রকল্পের মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	১৪০.৭৭৮৩
(চ) বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- খাল পুন:খনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মেট্রিকটন খাদ্য শস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্প শুরু থেকে ৩১ জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি :

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	অর্জন		
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
খাল/নালা পুন:খনন (১০,০০০ ঘনমিটার/কি.মি., লেভেলিং, ড্রেসিং, সার্ভে ও ডিজাইনসহ)	২০০ কি.মি.	-	৫৬ কি.মি.	৭৮ কি.মি.
বড়, মাঝারি ও ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ক্রসড্যাম / সাবমার্জড ওয়্যার / সাইফন / ফ্রুট ব্রীজ, ক্যাটল ক্রসিং, ফিল্ড আউটলেট)	১১৮ কি.মি.	-	-	১৪ টি
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	১৬০ টি	১২ টি	৬৬ টি	৩৫ টি
বিভিন্ন ক্ষমতার (১, ২ ও ০.৫-কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	৩৩০ টি ৩১০ (কি.মি.)	-	৫৪ টি (৫৪ কি.মি.)	১২১ টি (১১৩ কি.মি.)
বিভিন্ন ক্ষমতার (১ ও ২-কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	১৮৭ টি ৯৪ কি.মি.	-	৮৮ টি (৪৪ কি.মি.)	৫৬ টি (২৮ কি.মি.)
এলএলপি'র জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ (বিদ্যুৎ চালিত ১০০টি, সৌরশক্তি চালিত ৫০টি	১৫০ টি	-	২৫ টি	২০ টি
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ-১ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি ক্রয়	১০০ সেট	-	৫০ সেট	
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ-২ কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয়	১৮০ টি	-	৬৯ সেট	৬০ সেট
সৌরশক্তি চালিত ০.৫-কিউসেক এলএলপি ক্রয় (সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ)	৫০ সেট	-	-	১০ সেট
বিভিন্ন ক্ষমতার (১, ২ ও ০.৫-কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	৩৩০ টি ৩১০ কি.মি.	২০ টি ২০ কি.মি.	১১০ টি (১০৮.৪ কি.মি.)	৮৩টি (৭৭.৮ কি.মি.)
বিভিন্ন ক্ষমতার (১ ও ২-কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	১৮৭ টি ৯৩.৫ কি.মি.	৪০ টি ২০ কি.মি.	৮৭ টি (৪৩.৫ কি.মি.)	৪০টি (২০ কি.মি.)
এলএলপি'র জন্য ফিতা পাইপ ক্রয় (১৫০টি স্কীমে প্রতিটিতে ২০০ মিটার)	৩০ কি.মি.	-	৪৩.৫ কি.মি.	
কৃষক/ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ, AWD কিট সরবরাহসহ (৩দিন করে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	৩০ ব্যাচ ৯০০ জন	৫ ব্যাচ ১৫০ জন	১০ ব্যাচ ৩০০ জন	৫ ব্যাচ ১৫০ জন
সেমিনার	-	১টি (৫০জন)	-	

বিএডিসি'র আওতায় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বিগত বছরের অর্জন।

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে ফসল উৎপাদনের ০৩(তিন) টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান উন্নত বীজ,সুষম সার ও যথাযথ সেচ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক সেচ ব্যবস্থা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করে রংপুর বিভাগের ০৪(চার) জেলার ২৮ টি উপজেলার ১৬,১৯৭ হেক্টর জমি সেচ কার্যের আওতায় এনে অতিরিক্ত ৭২,০০০ মেট্রিকটন খাদ্য-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রানালয়ের আওতায় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পটি গত ২৭-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের ৩য় বছর পর্যন্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার বীপরিতে অগ্রগতি ৬০% ভাগ।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় রংপুর সদর উপজেলার রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নে ১০০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ স্কীম।

প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় আখিরা মরা খাল পুন:খনন কাজ পরিদর্শনের চিত্র।

প্রকল্প শুরু হতে ২০১৯-২০খ্রিঃ অর্থ বছর পর্যন্ত ২০০ কি.মি. খাল পুন:খননের লক্ষমাত্রার বিপরীতে মোট ১৩৪ কি. মি. খাল পুন:খননের ফলে ৪৪৬২ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে এবং ২৬৮০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। ৫০টি ১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত লো-লিফট পাম্প স্থাপন এবং ১২০টি ২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্প ক্ষেত্রায়ন ও অকেজো গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়নসহ পুনর্বাসন/চালু করে ৩৬০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমাণ সোলার পাম্প স্থাপন ১টি সহ মোট ২০টি ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন করে চরাঞ্চলের (রিভারবেড) ৫০ হেক্টরসহ মোট ১৬৪ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। মোট ৪০৩.৫ কি. মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের লক্ষমাত্রার বিপরীতে সেচ স্কীমে ২৩৬ কি. মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ এবং ৩০ কি. মি. ফিতা পাইপের মাধ্যমে ৩০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ। ২০ ব্যাচে ৬০০ জন কৃষক ও পাম্প অপারেটরকে AWD কিট সরবরাহসহ সেচ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে কাউনিয়া উপজেলার ঢুষমারা চরের নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমান সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে মিষ্টি কুমড়া থেকে তিস্তা নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদানের চিত্র।

প্রকল্পের আওতায় বছরে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফলিমারী খালের উপর নির্মিত ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের চিত্র।

বিএডিসি'র সম্মনিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব), মহোদয় কর্তৃক এসএমএস-এর মাধ্যমে সেচপাম্প চালু-বন্ধ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর উদ্যোগে সেচ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশনে একধাপ এগিয়েছে রংপুর অঞ্চল। গত ২৪ নভেম্বর মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পাম্প চালু-বন্ধের আধুনিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: সায়েদুল ইসলাম মহোদয়। "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এই মোবাইল এ্যাপস প্রবর্তন করা হয়েছে। বিএডিসি'র এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মো: সায়েদুল ইসলাম মহোদয় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে নীলফামারী সদর উপজেলার পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের উত্তরা শশী মৌজায় সংস্কারকৃত ২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যেমে পাম্প চালু-বন্ধ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, অতিরিক্ত সচিব ও সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), মো: লুৎফর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (সংরক্ষণ ও কারখানা) এবং প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, বিএডিসি, রংপুর সহ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থকে আগত আমন্ত্রিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিএডিসির স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান মহোদয় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন বর্তমান সরকার বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে তথা কৃষিকে লাভজনক করতে কৃষিকে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার মাধ্যমে কৃষকদের খরচ, শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে। এসময় তিনি প্রকল্প পরিচালকে সংস্কারকৃত গভীর নলকূপটিতে প্রি-পেইড মিটার সংযোজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকার আগামীতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। তালিকা অনুযায়ী পরবর্তীতে ২০-৩০% খরচে কৃষকদেরক কাছে ধান কাটা, মারা ও ঝারাইকরা যন্ত্র সরবরাহ করা হবে। এরপর চেয়ারম্যান মহোদয় প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলার খোকশাবাড়ী ইউনিয়নে পুন:খননকৃত সিংগীমারী (৫ কি. মি.) জাতীয় খালটি পরিদর্শন করেন এবং খালটি খননের ফলে উপকারভোগী প্রায় ২০০ কৃষকের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে খালের দু-পাশের মানুষের যাতায়াত সুবিধার জন্য খালের উপর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২৪/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবর্তিত সেচযন্ত্র ডিজিটালাইজেশনে এসএমএস এর মাধ্যমে সেচযন্ত্র চালু, বন্ধ ও মনিটরিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়।

এ সময় তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে উপস্থিত উপকারভোগী কৃষকদের অবহিত করেন। উল্লেখ্য, বিএডিসি বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে রংপুর বিভাগের রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার ২৮ টি উপজেলায়। নীলফামারী সদর উপজেলার গভীর নলকূপটি ১৯৭৫ সালে স্থাপন করা হয়েছিল এবং পূর্বে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেচকার্যে কৃষকের ব্যয় বেশি হতো, উন্মুক্ত সেচনালাতে পানির অপচয় হতো বেশি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ায় এই গণকূপটি ব্যবহারে কৃষকের অনীহা দেখা দেয় এবং পরবর্তীতে বেশ কয়েক বছর গনকূ'টি বন্ধ ছিল। তাই এই প্রকল্পের আওতায় গনকূ'টিতে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয় এবং ১০০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও এখানে লাইটিং এরেস্টোর স্থাপন করা হয়েছে যাতে করে বজ্রপাতে সেচযন্ত্রের ক্ষতি না হয়। ফিতা পাইপ বহনের জন্য একটি ফিতা পাইপ হোল্ডার স্কীমে প্রদান করা হয়েছে যাতে কৃষকগণ সরবরাহকৃত ফিতা পাইপ সহজে সংরক্ষণ করতে পারে এবং কমান্ড এরিয়া ৪০ হেক্টর এর চেয়েও অধিক পরিমাণ ফসলি জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে ফসল উৎপাদনে কৃষকের ব্যয় অনেক কমে যাবে এবং অধিক জমিতে সেচ প্রদান করা যাবে। পূর্বে ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ প্রদান করার ফলে একর প্রতি প্রায় ১১,০০০ টাকা খরচ হতো; কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ ও ১০০০ মি. ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষকদের খরচ কমে ৩,০০০-৪,০০০ হাজার টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। এতে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদন খরচ অনেক কমে গেছে, অন্যদিকে এই এলাকার সেচ দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্কারকৃত গণকূপটির কমান্ড এরিয়ার মধ্যে ১৫টি STW চলতো কিন্তু এই গণকূটি চালু হওয়ায় এখন সবগুলো বন্ধ। সিংগীমারী খালটি মাজাপাড়ার সিংগীমারী বিল থেকে উৎপত্তি হয়ে ঢাকাইয়া পাড়া, টেপুর ডাঙ্গা, চকপাড়া, পাটকামড়ীর মধ্য দিয়ে হাড়ুয়া স্লুইস গেটের কাছে খরখরিয়া নদীতে পতিত হয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে সিংগীমারী বিলের আশে পাশের ২৪০ হেক্টর জমিতে আমন ফসল উৎপাদন হতো না, এমনকি সঠিক সময়ে বোরো রোপন ব্যাহত হতো। "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে গত ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ৫ কি. মি. খাল খননের ফলে জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। ফলে কৃষকরা এবার অতিরিক্ত ১,১০০ মেট্রিকটন আমন ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সঠিক সময়ে বোরো ধান রোপন করতে পারবে। খালের মধ্যে পানি ধরে রেখে সেচ মৌসুমে সোলার পাম্প ও বিদ্যুৎ চালিত এল.এল.পি-এর মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। খালের দুই পাড়ের ভাঙ্গন রোধে এবং বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য ৫০০০ টি তাল বীজ বোপন করা হয়েছে।

২৪/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খালের উপকারভোগী প্রায় ২০০ কৃষকের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়।

তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক নেংটিছেড়া খাল পুন:খনন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে আওতায় রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় নেংটিছেড়া খাল পুন:খনন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব বায়েজিদ বোস্তামী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহি আমিন, সহকারী প্রকৌশলী, রংপুর (নির্মাণ) জোন, জনাব ভবতোষ রায়, উপসহকারী প্রকৌশলী, বদরগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট ও বিএডিসি'র আঞ্চলিক কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মনজুর কাদের চৌধুরী সবুজ, তারাগঞ্জ বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নমির হোসেন ও স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। প্রকল্পের উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রায় ১.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নেংটিছেড়া খালটি কুর্শা ইউনিয়ন থেকে আলমপুরের চিকলী নদী পর্যন্ত ১০.২ কিঃ মিঃ খালটি পুন:খনন করা হয়েছে। তারাগঞ্জ উপজেলায় কুর্শা ইউনিয়নের চাষাবাদযোগ্য ২০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসনে, খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহার ও খালের পানিতে মৎস্য প্রতিপালন এর উদ্দেশ্যে খালটি পুন:খনন কাজ শুরু করা হয়। এতে করে ২৫০ - ৩০০ কৃষক পরিবার এর সুবিধা পাবে। খালের পাড়ের মানুষ একপাশ থেকে অন্য পাশে যাতায়াতের সুবিধার জন্য নির্মিত হয়েছে ১টি ছোট ও একটি মাঝারী আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার।

উল্লেখ্য যে তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা বাজারের পাশে খালের উপর নির্মিত মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারটির মাধ্যমে খালের এক প্রান্ত হতে প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী অপর প্রান্তে তাদের স্কুলে আসা-যাওয়া করতে পারে। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে খালের আশে পাশে জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা না হয় সে লক্ষ্যে খালের পাড়ে নির্মিত হয়েছে ১৯টি ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার। ৫ জুলাই ২০২০খ্রিঃ তারিখে পুনঃখননকৃত খালটি পরিদর্শনে গিয়ে জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার মহোদয়, প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি) ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বিএডিসি, রংপুর উপস্থিত সংশ্লিষ্ট নির্বাহী, সহকারী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিকগণদেরকে খালের শেষ প্রান্তে সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সাবমার্জড ওয়্যার নির্মিত হলে খালের প্রবাহমান ভূউপরিস্থ পানি ধরে রেখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের আওতায় বছরে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে পুন:খননকৃত নেংটিছেড়া খালের উপর নির্মিত মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের চিত্র।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে আওতায় রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় নেংটিছেড়া খাল পুন:খনন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব বায়েজিদ বোস্তামী।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মহোদয় কর্তৃক "এমআইডিআইইইপি" শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

১০/১২/১৯ খ্রিঃ তারিখে "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রনালয়ের সম্মানিত যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মহোদয়। ঢাকা থেকে রওনা হয়ে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে পৌঁছালে মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। তারপর মহোদয় প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজলার বুরজুখ সন্তোষপুর ইউনিয়নে পূনঃসংস্কারকৃত ২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পের ১০০০ মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ ও ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নীলফামারী সদর উপজেলায় খননকৃত ৫ কি. মি. দীর্ঘ সিংগীমারী জাতীয় খাল পরিদর্শন করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক (ক্ষুদ্রসেচ) প্রকৌশলী, বিএডিসি, রংপুর সার্কেল, নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম, বিএডিসি, রংপুর রিজিয়ন, সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মুসফিকুর রহমান, বিএডিসি, নীলফামারী জোন, স্কীম ম্যানেজার, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিক ও স্থানীয় জনগন। অতঃপর যুগ্মসচিব মহোদয় লালমনিরহাট জেলায় বিএডিসি'র উদ্দ্যোগে বাস্তবায়নাধীন "লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

১১ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ডাগওয়েল এর মাধ্যমে সেচকার্য পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মহোদয়, যুগ্ম সচিব, (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় পাটগ্রাম উপজেলায় পূনঃখননকৃত এর মাধ্যমে সেচকার্য পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মহোদয়, যুগ্ম সচিব, (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

এসময় তিনি সানিয়াজান ইউনিয়নের নিজ শেখ সুন্দর মৌজায় স্কীম ম্যানেজার মোঃ লেবু ভূঁইয়া ও মোঃ আনোয়র হোসেন এর স্কীম পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্প পরিচালক হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, লালমনিরহাট সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় চলমান টেংরামারী খাল পুনঃখননকাজ পরিদর্শন ও উপকারভোগী কৃষকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিক, পাটগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ বেলাল হোসেন সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ১১/১২/১৯ তারিখে যুগ্মসচিব মহোদয় রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায় ঢুষমারা ও তালুক শাহবাজপুর চরের পোর্টেবল সোলার সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি বলেন চরাঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নির্মিত ডাগওয়েল ও পোর্টেবল সোলার পাম্প যুগান্তকারী অবদান রাখবে। উল্লেখ্য যে প্রকল্পের আওতায় কাউনিয়া উপজেলায় তিস্তা নদীর চরে নৌকায় ০.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার চালিত এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে একই পাম্প দিয়ে একাধিক স্কীমে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে আবার সোলার চালিত হওয়ায় বিদ্যুৎ খরচ নেই ফলে কৃষকের খরচ অনেক কমে গেছে। এজন্য প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএডিসি'র বেস্ট পিডি অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার-২য় স্থান অর্জনকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বেস্ট পিডি অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার - ২য় স্থান অর্জনকারী প্রকল্প হিসেবে ঘোষিত হল "রংপুর অঞ্চলের ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প"। বিএডিসি'র সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব সায়েদুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের নেতৃত্বে কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বাড়ানোর লক্ষ্যে "ভাল কাজের পুরস্কার ও খারাপ কাজের তিরস্কার প্রদান" এ সংক্রান্ত মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রথম বারের মত এ পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা/রেওয়াজ চালু করা হয়।

২০-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে এডিপি পর্যালোচনা সভায় সংস্থার সম্মানিত সচিব মহোদয় সারাদেশব্যপী বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ২৪ টি প্রকল্পের মধ্যে এই মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সার্বিক মূল্যায়নে প্রকল্প পরিচালকের উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়ন, ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন, রেকর্ড পত্র/ছবি-ভিডিও সংরক্ষণ, স্থানীয়/আন্তর্জাতিক ভাবে কাজের স্বীকৃতি, বিভাগীয় অভিযোগনামা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্রাইটেরিয়া কমিটি কর্তৃক বিবেচনা পূর্বক এ মূল্যায়ন করা হয়।

সেই সাথে ২য় স্থান দখলকারী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার এর নাম ঘোষণা করা হয়। প্রকল্প পরিচালক সহ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তদুপরি সংস্থার জন্য এ এক বিরাট সম্মানের।

প্রকল্প পরিচালক কৃতজ্ঞতা জানান "রংপুর অঞ্চলের ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের সংশিষ্ট সকল সহকর্মীদের।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বিএডিসি'র বেস্ট পিডি অ্যাওয়ার্ডে ২য় স্থান অর্জন করায় প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার মহোদয়কে বিএডিসি, রংপুর এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পক্ষ হতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ও ব্যতিক্রমী কার্যক্রম গুলো নিম্নরুপ :

১। চরাঞ্চলে পোর্টেবল সোলার সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

২। ফিতা পাইপ সংরক্ষণের জন্য ফিতাপাইপ হোল্ডার প্রবর্তন ও স্কীম ম্যানেজারদের নিকট বিতরণ।

৩। Application Based Software দ্বারা সংস্থার রাজস্ব আদায়ের হিসাব সহ প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সংরক্ষণ ও পরিচালনা। Please visit in- www.sebadcrangpur.com

৪। মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে সেচ যন্ত্র মনিটরিং ও পরিচালনা।

৫। সেচযন্ত্র ও ট্রান্সফর্মার বজ্রপাতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লাইটিং এরেস্টার সংযোজন।

বিএডিসি'র রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত আধুনিক ইনোভেটিভ আইডিয়া সৌর চালিত ডুয়েল পাম্পিং সিস্টেম বাস্তবায়ন

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিএডিসি'র অবদান অপরিসীম। ফসল উৎপাদনে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির ভারসাম্য রক্ষা, ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার যোগান দেওয়ার লক্ষ্যে কৃষিতে আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখতে নিরবিচ্ছিন্ন সেচ প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসি কর্তৃক "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পটি রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেচ খরচ কমিয়ে কৃষিকে লাভজনক করতে প্রকল্প এলাকায় ভূউপরিস্থ পানির সরবরাহ ও সংরক্ষণ বৃদ্ধিতে ২০০ কি: মি: খাল পুন:খনন, পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি করে অনাবাদী জমি সেচের আওতায় এনে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সোলার এলএলপি ব্যবহার করে সরাসরি নদী / খাল থেকে সেচ দেয়া ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের উত্তম উপায়। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে নদীর / খালের পানি অনেক ক্ষেত্রে তলায় চলে যায় কিংবা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। তখন সোলার স্থাপনা সম্পূর্ণভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে এবং পানির পর্যাপ্ততা না থাকায় সেচযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হবে না এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সৌরশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পে সৌরশক্তি চালিত এলএলপি-তে ডুয়েল সিস্টেম পাম্প সংযোজনের ধারণার উৎপত্তি হয়।

উদ্ভাবনীমূলক ধারণাটি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখেন অত্র রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি) প্রকৌশলী জনাব সঞ্চয় সরকার।

বদরগঞ্জ উপজেলার লোহানীপাড়া ইউনিয়নের কাঁচাবাড়ী মৌজায় স্থাপিত ডুয়েল পাম্পিং সিস্টেমে নির্মিত ০.৫-কিউসেক সোলার স্কীম।

০৫-০৭-২০২০খ্রিঃ তারিখে জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি), রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বিএডিসি, রংপুর মহোদয় বদরগঞ্জ উপজেলার দামুদরপুর ইউনিয়নের আমরুলবাড়ি মৌজায় স্থাপিত ০.৫-কিউসেক সোলার ডুয়েল পাম্পিং সিস্টেম-এর সোলার প্যানেল সেটিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এ পদ্ধতিতে একই সোলার স্কিমে অর্থাৎ একসেট সোলার প্যানেল ও কন্ট্রোলার এর আওতায় স্থাপন করা হয়েছে ভার্টিক্যাল সারফেস পাম্প ও সাবমার্জড পাম্প। এতে নদীতে/পুন:খননকৃত খালে যতদিন পানি থাকবে ততদিন ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য সারফেস পাম্প চলবে এবং একেবারে শুষ্ক মৌসুমে নদীর/খালের পানি তলানীতে চলে গেলে বা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে অটোমেটিক সাব-মার্জড পাম্প দ্বারা পানি উত্তোলন হবে, এতে ফসল উৎপাদনে সেচের ব্যবস্থা থাকবে নিরবিচ্ছিন্ন। এ ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি দ্বারা পরিচালিত সেচ যন্ত্র কৃষি খাতে এনে দিতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

উল্লেখ্য যে প্রকল্পের আওতায় পাইলট ভিত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫টি ও ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৫ টি সহ মোট ২০ টি ডুয়েল পাম্পিং সিস্টেম সেচযন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষন ও নিরবিচ্ছিন্ন সেচ নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছে পোর্টেবল স্যান্ডুস প্যানেলের পাম্প হাউজ। সেচযন্ত্র পরিচালনা ডিজিটালাইজড করতে ও সেচ খরচ কমাতে ব্যবহৃত হচ্ছে রিমোট মনিটরিং সিস্টেম। এ পদ্ধতিতে যে কোন অপারেটরের সিম সংযুক্ত করে একটি ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস পাম্প কন্ট্রোলার বক্সে সংযুক্ত করা হয় যার মাধ্যমে কৃষক/স্কীম ম্যানেজারগণ নিজ নিজ মোবাইলের এসএমএস / এ্যাপস এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হতে পরিচালনা ও মনিটরটিং করতে পারবে সেচযন্ত্র। এমনকি সংযুক্ত ডিভাইসটির মাধ্যমে সেচযন্ত্রের যে কোন সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জানা যাবে এবং ওভার ভোল্টেজ/লো ভোল্টেজ জনিত ক্ষতির হাত থেকেও সেচ যন্ত্রকে রক্ষা করা যাবে। সোলার প্যানেল ও সেচযন্ত্রসমূহকে বজ্রপাত হতে রক্ষার জন্য সংযোজন করা হচ্ছে লাইটনিং এরেস্টার।

জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয় কর্তৃক তিস্তার চরে বিএডিসি'র উদ্ভাবনী পোর্টেবল সেচ ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয়। পরিদর্শন কালে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি), বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, রংপুর, জনাব ড. সরওয়ারুল হক, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর, জনাব এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, রংপুর, জনাব মোঃ শাহী আমিন, সহকারী প্রকৌঃ (নির্মাণ), বিএডিসি, রংপুর, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ সাইফুল আলম, টেপামধুপুর ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফিসহ স্থানীয় সুবিধা ভোগী কৃষকগণ। রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার তিস্তা নদীর তালুক শাহাবাজপুর ও ঢুষমারার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে/ রিভারবেডে কৃষকদের সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য “রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের” আওতায় ভ্রাম্যমান নৌকায় সোলার চালিত (এলএলপি) স্থাপন করা হয়েছে। পূর্বে চরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য কৃষকদের নির্ভর করতে হতো ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের উপর। এই পাম্পে সেচ খরচ অনেক বেশি হওয়ায় হাজার হাজার হেক্টর জমি ফাঁকা পড়ে থাকতো। বর্তমানে বিএডিসি কর্তৃক উদ্ভাবনী সেচ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে তিস্তার এক সময়ের ধুঁ-ধুঁ বালুচর এখন সবুজে ছেঁয়ে গেছে। চরে গর্ত করে পলিথিন বিছিয়ে ভ্রাম্যমান এই সোলার পাম্পের সাহায্যে পানি জমা রেখে প্রয়োজনীয় সেচ কার্য পরিচালনা করছে কৃষকগণ। চাষ হচ্ছে আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মিষ্টি কুমড়া, স্কোয়াশ ও নানা ধরণের সব্জি। গত ১৮-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তিস্তার চরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত পোর্টেবল সেচ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন।

জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয় পরিদর্শন শেষে বলেন, চরাঞ্চলে/ফসল উৎপাদনে অতিরিক্ত সেচ খরচ একটি বড় অন্তরায়। ধুঁ-ধুঁ চরাঞ্চলে নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমান সোলার পাম্পের মাধ্যমে স্বল্প খরচে সেচ প্রদান আমাদের দেশের জন্য একটি বড় ইনোভেশন। উদ্ভাবনী উপায়ে সেচ প্রদানের ফলেই আজ আমরা কাউনিয়ার এই চরে প্রতিটি গাছেই ফল দেখতে পাচ্ছি। এটি কৃষি ক্ষেত্রে একটি বড় সফলতা বলে তিনি মনে করেন। এই উদ্ভাবনী আইডিয়ার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই রংপুর জেলার সকল চরে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অনাবাদী চরগুলোকে চাষাবাদের আওতায় আনা যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল বলেন, চরাঞ্চলে স্বল্প ব্যয়ে সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার মধ্যে একটি হচ্ছে সোলার চালিত এই সেচ ব্যবস্থাপনা। তিস্তা নদীর দুর্গম চর অঞ্চলের/রিভারবেডে কৃষকরা নামমাত্র খরচে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করে যেন লাভবান হতে পারে সে লক্ষ্যেই এই ভ্রাম্যমান সোলার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার গোল নম্বর-৭ অর্থাৎ সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী নিশ্চিত করতে সরকারের অভীষ্ট্য লক্ষ্য অর্জনে এ সেচ পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করেন প্রকল্প পরিচালক মহোদয়। স্থানীয় উপকার ভোগী কৃষক জনাব স্বাধীন মিয়া জানান, আগে যেখানে আমাদের একর প্রতি সেচ বাবদ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা খরচ হতো বিএডিসি'র আওতায় ভ্রাম্যমান সৌরশক্তি চালিত এলএলপির মাধ্যমে সেচ প্রদানের ফলে সেখানে বর্তমানে খরচ হয় মাত্র এক হাজার টাকা।

উল্লেখ্য যে, সোলার চালিত ভ্রাম্যমান নৌকায় স্থাপিত সোলার অপারেটেড এ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রংপুরের তালুক শাহবাজ চরের প্রায় ৪২ একর জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। নৌকায় স্থাপিত এ সোলার পাম্পের সাহায্যে পুরো এলাকা ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় পানি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে বিএডিসি যা ইতোমধ্যে ঐ এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া ঢুষমারা চরে ডাগওয়েল এ স্থাপিত ২টি সোলার চালিত এলএলপি'র মাধ্যমে ৬০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। এসব চরাঞ্চলের উৎপাদন খরচ কমে যাওয়ায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অঞ্চলের উৎপাদিত ফসল স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপশি ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হচ্ছে। বিএডিসি'র এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে চর অঞ্চলের আশীর্বাদ হিসেবে দেখছে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা। তাই অন্যান্য চর একালার জন্য এরূপ সোলার চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের জোর দাবী জানান এলাকাবাসী।

গত ১৮-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তিস্তার চরে “এমআইডিআইইইপি” প্রকল্পের আওতায় নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমান সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয়।

নতুন প্রযুক্তি ‘‘আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা (ইন্টারলিংকিং)’’ এর কারনে তিস্তা ও সানিয়াজান নদীর সুফল পাচ্ছে হাতিবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নবাসী’’

প্রকৌশলী হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি, লালমনিরহাট।

বাংলাদেশের উত্তরে সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাট। লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন সানিয়াজান। সানিয়াজান ইউনিয়নটিতে ৪ টি মৌজা ও ৪ টি গ্রাম আছে। জনসংখ্যা প্রায় ১৬ (ষোল) হাজার। ইউনিয়নের মোট আয়তন ২১.৮১ বর্গ কিঃ মিঃ।এই ইউনিয়নে চরাঞ্চল প্রায় ৩৫০ হেক্টর। জমির মাটির ধরন বেলে দোআশ। মোট আবাদ যোগ্য জমি ১৮০২ হেক্টর, আবাদকৃত জমি ১৬৭০ হেক্টর। সেচকৃত জমি ১৪৯৮ হেক্টর। এখানকার প্রধান ফসল ভূট্টা ও ধান। এছাড়া মসলা জাতীয় ফসল, বিভিন্ন ধরনের ডাল ও সবজি চাষ হয়। এখানে ১টি চালু গভীর নলকূপ এবং ৮৭৬ টি ডিজেল চালিত অগভীর নলকূপ আছে। কাঁচা নালা তৈরি করা কষ্টকর ও ব্যয় বহুল হওয়ায় কৃষক ব্যক্তি পর্যায় খাল/নদী থেকে পানি তোলার জন্য এলএলপি ব্যবহার করে না। এই ইউনিয়নের শস্যের নিবিড়তা ২৩০%। সানিয়াজান বাসীর সেচ সংক্রান্ত মূল সমস্যা ছিল লালমনিরহাট থেকে প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ দূরে লম্বা বিদ্যুৎ লাইন হওয়ায় লো-ভোল্টেজের কারনে থ্রী ফেজ বিদ্যুৎ চালিত পাম্প চালানো যায় না। ভূট্টা মৌসুমে ডিজেল ইঞ্জিন ঘাড়ে নিয়ে ভূট্টা ভিতর দিয়ে যাওয়া ও বেলে দো-আঁশ/বেলে জাতীয় মাটিতে পানি দেওয়া। এতে সেচ খরচ বেশী হওয়ার পাশাপাশি কষ্ট ছিল অবর্ণনীয়। সানিয়াজান ইউনিয়নের পশ্চিমাংশে অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তর সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ। ব্যারেজের গেট বন্ধ থাকা সাপেক্ষে শুষ্ক মৌসুমে সানিয়াজান ইউনিয়নের পশ্চিমাংশে তিস্তা নদীর বন্যা রক্ষা বাঁধসংলগ্ন এলাকায় পানি থাকে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত হলেও লালমনিরহাট বাসী এর কোন সুফল পেত না। এছাড়া সানিয়াজান ইউনিয়নে পূর্ব পাশ দিয়ে সানিয়াজান নদী প্রবাহিত। উক্ত সানিয়াজান নদীর উপর এলজিইডি কর্তৃক একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করার ফলে ইউনিয়ন সংলগ্ন অংশে সারা বছর পানি থাকে। ইউনিয়নটির মধ্যে নদীর সাথে সংযুক্ত ২টি ভরাট খাল রয়েছে যা পুন:খনন করা হলে নদীর পানি উক্ত খালে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে। আধুনিক সেচযন্ত্র ও পানি বিতরণ ব্যবস্থা না থাকার কারণে নদীর পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া কাঁচা নালা দিয়ে পানি পরিবহন করা কষ্ঠসাধ্য/ ব্যয়বহুল হওয়ায় সানিয়াজান নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের সুফল থেকে স্থানীয় কৃষক বঞ্চিত। তিস্তা নদীর পানি ও সানিয়াজান নদীর পানি ব্যবহার করে সানিয়াজান ইউনিয়নে ১৮০২ হেক্টর জমি ভূ-পরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনার জন্য বিএডিসি কর্তৃক একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহন করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় খাল ও নদীতে এলএলপি স্থাপনসহ আন্ত:সংযুক্ত ভূগর্ভস্থ সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ করে সানিয়াজান ইউনিয়নকে সম্পূর্ণরূপে ভূ-পরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে, যা সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও সেচ খরচ হ্রাসের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে যা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম আন্ত:সংযুক্ত (ইন্টারলিংকড) সেচ বিতরন ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-পরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের নেটওয়ার্ক তৈরী করা।

আন্ত:সংযুক্ত সেচ বিতরন ব্যবস্থা (ইন্টারলিংকিং) হলো একটি সেচযন্ত্রের সাথে ভূ-গর্ভস্থা সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে পাশ্ববর্তী অন্য সেচযন্ত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

এতে কোন যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোন কারণে একটি সেচযন্ত্র সাময়িকভাবে নষ্ট থাকলে পার্শ্ববর্তী সেচযন্ত্র থেকে বন্ধ স্কীমটি সচল করা সম্ভব হয়।

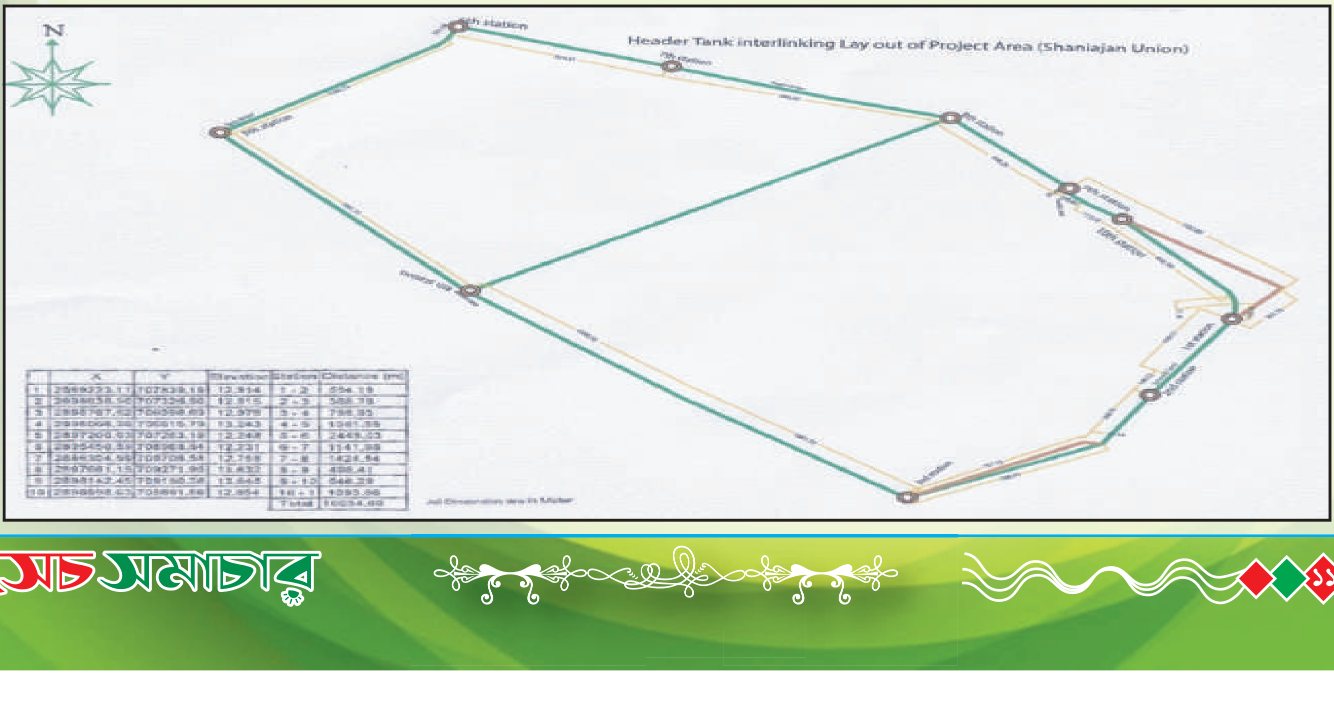

এছাড়া যে সকল আবাদী জমি সংলগ্ন ভূ-পরিস্থ পানির উৎস নাই সেখানে আন্ত:সংযুক্ত পাইপ লাইন থেকে শাখা সেচনালা স্থাপন করে ভূ-পরিস্থ পানি নির্ভর সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়। সংযুক্ত স্ক্যাচ ম্যাপ অনুযায়ী পানির উৎস বিবেচনায় সমগ্র সানিয়াজান ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১০ টি ইন্টারলিংকিং সিস্টেমের পয়েন্ট আছে। প্রতিটি ২ কিউসেক বিদ্যুতায়িত এলএলপি স্কীম ইন্টারলিংকিং সিস্টেমের একটি পয়েন্ট। প্রতিটি ইন্টারলিংকিং পয়েন্টে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে ওভারহেড ট্যাংক এর সাথে এলএলপি ডেলিভারি পাইপ সংযুক্ত করায় ওভারহেড ট্যাংক এ পানি তুলে পানির উচ্চতা (হেড) বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। ওভারহেড ট্যাংক থেকে পাশ্ববর্তী স্কীমে পানি নিয়ে যাওয়ার জন্য ৪০০ মি: মি: ডায়া পাইপ লাইন (আন্ত:সংযুক্ত সেচ বিতরন ব্যবস্থা) স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি স্কীমের ওভার হেড ট্যাংক এর সাথে পাশ্ববর্তী স্কীমের হেডার ট্যাংক সংযুক্ত করা হচ্ছে। প্রতিটি স্কীমের দুই পাশে দুইটি গেটভাল্ব স্থাপন করা হচ্ছে যা আন্ত:সংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থার পানিকে নিয়ন্ত্রন করে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী দুইটি স্কীমের মধ্যবর্তী স্থানে ৪০০ মি: মি: ডায়া বিশিষ্টভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইন হতে ২৫০ মি.মি. ডায়া বিশিষ্ট ভূ-গভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে যার ফলে ভূ-পরিস্থ পানির উৎসবিহীন স্থানে এই ইন্টারলিংকিং পদ্ধতিতে ভূ-পরিস্থ পানি সেচ কাজে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। যা পাইলট আকারে বিএডিসি কর্তৃক বাংলাদেশে প্রথম করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১০ কিঃ মিঃ খাল পুন:খনন ও হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করে খালে পানি ধরে রেখে সেই পানি এবং তিস্তা শাখা নদী, সানিয়াজান নদী, পুন:খননকৃত খাল ও পুকুরে ১০ টি বিদ্যুতায়িত ২ কিউসেক, ২০ টি সোলার ১ কিউসেক এবং ২০টি সোলার ০.৫ কিউসেক মোট ৫০ টি পাম্প। প্রতিটি পাম্পে ১ কিঃ মিঃ মোট ৫০ কিঃ মিঃ এবং ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা ব্যবহার করে ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ১০টি ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সবজি ও ফসল বাগানে কম পানিদ্বারা সেচ প্রদান করে অধিক ফসল উৎপাদন করতে আগ্রহী করা হচ্ছে। এতে সেচ দক্ষতা, রিনিউয়েবল এনার্জি ব্যবহার, ফসলের উৎপাদনশীলতা, শস্য বহুমুখীকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি সেচযন্ত্রে মোবাইল মনিটরিং ও Lighting Arrester, Street Light, সোলার চালিত স্কীমে সোলার দ্বারা থ্রেসার, হাস্কিং ও উইনার সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে ইউনিয়ন বাসী আধুনিক প্রযুক্তি, স্কীম ভূক্ত কৃষক জমিতে কাজ করার সময় বর্জ্রপাতের হাত থেকে রক্ষা পাবে। স্কীম নিরাপত্তাসহ রাত্রী কালীন পথযাত্রীর সুবিধা হয়েছে। সোলার স্কীমে সোলার প্যানেল পাম্প হাউজের উপর কিংবা খাল/পুকুর পাড়ে এমন ভাবে স্থাপন করা হচ্ছে যাতে আবাদী জমি নষ্ট না হয়। এছাড়া সোলার প্যানেল স্ট্রাকচারের উচ্চতা বৃদ্ধি করে প্যানেল টু প্যানেলের দূরুত্ব বেশী থাকায় প্যানেলের নিচের জমিতে সবজি/মসলা জাতীয় আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঘাড়ে করে ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়ার কষ্ট হ্রাস হয়েছে, সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে, মাটির নিচের পানির ব্যবহার বন্ধ হয়েছে। স্কীমের আওতায় ভুট্টা, ধান, সবজি প্রভৃতি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। সোলার সেচ স্কীমের পূর্বে অত্র এলাকায় অগভীর নলকূপ দিয়ে ফসল উৎপাদন করায় উৎপাদন ব্যায় বেশী হত। সোলার পাম্পের মাধ্যমে পানি প্রদান করায় সেচ খরচ তিন ভাগের এক ভাগ হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাতে (সানিয়াজান ইউনিয়নে) ডিজেল চালিত অগভীর নলকূপ ক্রমান্বয়ে বন্ধ হচ্ছে। এতে জ্বালানী সাশ্রয় হওয়ার পাশাপাশি সেচ খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমানে হ্রাস পাচ্ছে।

ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ পাইলট প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং ইতিবাচক ফলাফলের আলোকে দেশের উত্তরাঞ্চল তথা অন্যান্য অঞ্চলেও বৃহৎ আকারে অনুরুপ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

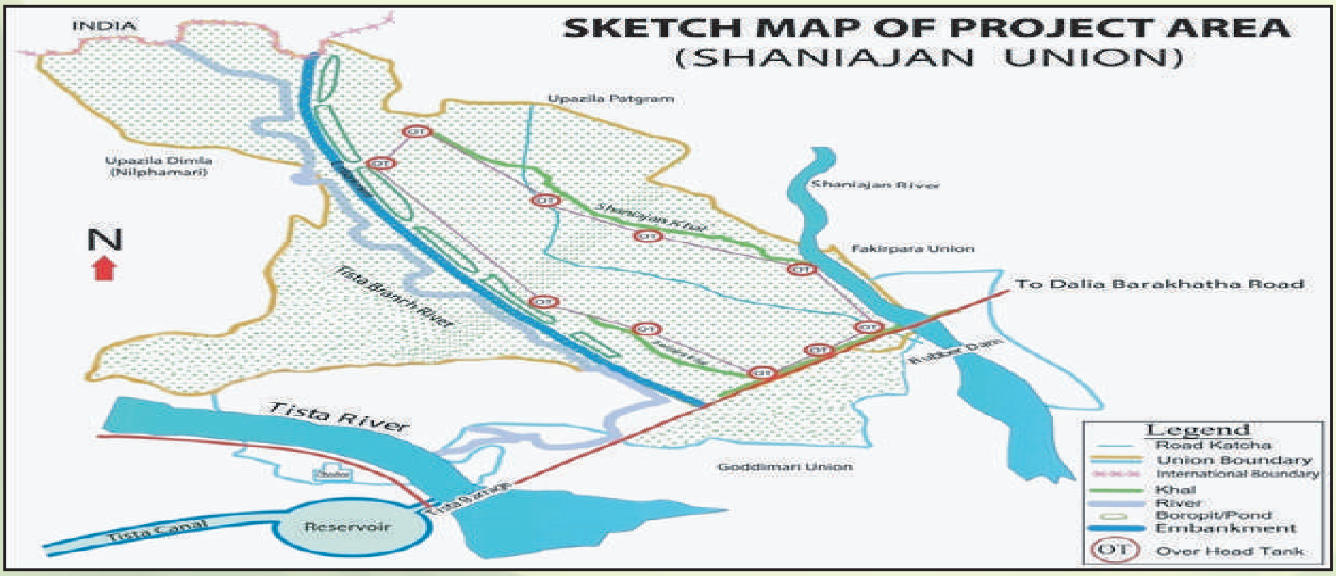

জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়ের বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২৬-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) বিএডিসি, ঢাকা মহোদয় রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প ও "বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় প্রথমে ফিতা কেটে রংপুর (নির্মাণ) রিজিয়ন ক্যাম্পাসের নব নির্মিত দৃষ্টি নন্দন প্রধান ফটক এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সার্কেল দপ্তরে স্থাপিত "বঙ্গবন্ধু কৃষি কর্নার" ঘুরে দেখেন ও মন্তব্য বহিতে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন এবং মুজিব কর্নার নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর মহোদয় "রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলাধীন সকল কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়" সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন, উপপ্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি), বিএডিসি, রংপুর। মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর (নির্মাণ) রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম, লালমনিরহাট (সওকা) রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, দিনাজপুর (ক্ষুদ্রসেচ) রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব সৈয়দা সাবিহা জামাল এবং অত্র সার্কেলের সকল সহকারী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় "এমআইডিআইইইপি" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে ওয়েবসাইট www.sebadcrangpur.com এ অন্তর্ভূক্ত রাজস্ব আদায় সহজীকরণের নিমিত্ত এপ্লিকেশন বেজড "এমআইএস" এবং প্রকল্প ব্যাবস্থাপনা ও প্রকল্পের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণের নিমিত্ত "এমআইডিআইইইপি" অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল ও সার্কেলের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ও যাবতীয় তথ্য, ভিডিও, ছবি, ডকুমেন্ট সংরক্ষণ পদ্ধতির একটি প্রতিবেদন ও সার্কেলের সামগ্রীক কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি মহোদয় সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সার্কেলের সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সফটওয়ারটি নির্মাণে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী জনাব সঞ্চয় সরকার মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন-প্রকল্প পরিচালনায় অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যারের ব্যবহার একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন। সফটওয়্যারটির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে প্রকল্প পরিচালনায় স্বচ্ছতাসহ পরবর্তীতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজতর হবে। তিনি আরো বলেন ফসল উৎপাদনের তিনটি অত্যবশ্যকীয় উপাদান তথা উন্নত বীজ, সুষম সার ও যথাযথ সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। কৃষি কাজে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সমন্বিত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ, পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, অপচয় রোধ, সেচ খরচ কমানো এবং সেচ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল জাতের ফসল উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি কৃষিপণ্য রপ্তানী করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে বিএডিসি'র প্রকৌশলীবৃন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গত ২৬-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা মহোদয় সেচ ভবন, রংপুর এর নব নির্মিত প্রধান ফটকের শুভ উদ্বোধন করেন।

গত ২৬-০৯-২০২০খ্রিঃ তারিখে "রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল এর আওতায় সকল কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়" শীর্ষক সভায় প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়।

সভায় অংশগ্রহণ শেষে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় নতুন ৫ (পাঁচ) তলা বিশিষ্ট ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটরি ভবন নির্মাণের জন্য রংপুর, সাগরপাড়া, সেচ ক্যাম্পাসের প্রস্তাবিত স্থান, জোনাল অফিস ভবন নির্মাণের জন্য আলম নগর সেচ ক্যাম্পাস এবং নতুন করে ৪ (চার) তলা বিশিষ্ট লালমনিরহাট রিজিয়ন দপ্তর নির্মাণের জন্য মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাটে সাইট পরিদর্শন করেন লে-আউট প্রদান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এছাড়াও তিনি কালিগঞ্জ ইউনিট ভবন মেরামত কাজ এবং চলমান প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরেও সগৌরবে এগিয়ে চলছে বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম

ফসল উৎপাদনের তিনটি অত্যবশ্যকীয় উপাদান তথা উন্নত বীজ, সুষম সার ও যথাযথ সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিএডিসি'র রংপুর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সঞ্জয় সরকারের সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে অত্র সার্কেলের প্রকৌশলীবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ সার্কেলের আওতাধীন ঠাকুরগাঁও (ক্ষুদ্রসেচ) জোন বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের দুটি জেলা পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও নিয়ে গঠিত। কৃষিকাজ ও চা উৎপাদনের জন্য সুপরিচিত এ জেলা দুটিতে ইতিপূর্বে বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রমের তেমন অগ্রগতি না থাকলেও এখন সগৌরবে এগিয়ে চলছে বিএডিসি'র সেচ কার্যক্রম। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন করণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ, হরিপুর ও বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় এবং পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় স্থাপন করা হয়েছে ২ ইঞ্চি ব্যাসের পর্যবেক্ষণ নলকূপ। 'বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প' ও 'সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় দুইটি করে মোট ৪ টি এল. এল. পি স্থাপন করা হয়েছে যার সুফল কৃষকগণ আগামী সেচ মৌসুম থেকে পেতে শুরু করবে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল ও হরিপুর উপজেলা দিয়ে প্রবাহমান ১৮.৬০ কি.মি. দীর্ঘ নোলতাই খাল খনন করা হয় যা ঐ এলাকার কৃষকদের দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব করে দিয়েছে। এক ফসলি জমিগুলো এখন তিন ফসলিতে পরিণত হয়েছে, জমির মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুন করে চাষের আওতায় এসেছে প্রায় ৫০০০ একর জমি যা বছরের অধিকাংশ সময় জলাবদ্ধ থাকতো। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় তিন তলা বিশিষ্ট ঠাকুরগাঁও জোনাল অফিস ভবন নির্মাণাধীন। ২০২০-২১ অর্থ বছরে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮ টি সোলার এল এল পি স্থাপন করা হবে এবং বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৫ কি. মি. খাল পুনঃখনন করা হবে এবং ৪ টি ক্রস ড্যাম ও ১০টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হবে যার ফলে উপকৃত হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকবৃন্দ।

বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল ও হরিপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহমান ১৮.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ নোলতাই খাল খননের ফলে প্রায় ৫০০০ একর জমির জালাবদ্ধতা দূর হয়ে নতুন করে চাষের আওতায় এসেছে। (উপরে খাল খননের পূর্বের ও পরের অবস্থা)।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের তথ্য

ক্র:নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পরিদর্শনের তারিখ
১	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান	সাবেক কৃষি সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ ১০ আগস্ট ২০১৮
২	জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম	সাবেক অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়	১০ আগস্ট ২০১৮
৩	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	সাবেক সদস্য পরিচালক (অতিরিক্ত পরিচালক), বিএডিসি	১০ আগস্ট ২০১৮
৪	এবি মাহমুদ হাসান খান	নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ) বিএডিসি, ঢাকা	১০-১২ মার্চ, ২০১৯
৫	জনাব মোঃ জিয়াউল হক	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি	১৪-১৬ জানুয়ারী, ২০১৯
৬	প্রকৌঃ শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ	উপ-প্রধান প্রকৌঃ বিএডিসি, ঢাকা	১৫-১৭ এপ্রিল, ২০১৯
৭	প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, ঢাকা	১৭-১৯ এপ্রিল, ২০১৯
৮	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	যুগ্মসচিব, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা	২৫ এপ্রিল, ২০১৮ ১০-১২ মার্চ, ২০১৯
৯	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল) বিএডিসি, ঢাকা	২৬-২৭ এপ্রিল, ২০১৯
১০	মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) ঢাকা রিজিয়ন, সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকা	২৩ মার্চ, ২০১৯
১১	মোঃ জামাল উদ্দিন	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি	২৩-২৫ মার্চ, ২০১৯ ০১-০৭ জুলাই, ২০১৯
১২	জনাব মোছাঃ তাজকেরা খাতুন	পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমইডি), কৃষি মন্ত্রণালয়	১১-১৩ জুন ২০১৯
১৩	জনাব মোছাঃ আজিজুন্নাহার	উপ-প্রধান (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১২-১৩ জুন ২০১৯
১৪	জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম	চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) বিএডিসি, ঢাকা	২৪ নভেম্বর, ২০১৯
১৫	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১০-১১ ডিসেম্বর, ২০১৯
১৬	জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম	অতিরিক্ত সচিব, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	২০ আগস্ট, ২০২০
১৭	জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) বিএডিসি, ঢাকা	২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০
১৮	জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন	প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকা	২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০

রংপুর সার্কেলের প্রধান ফটকে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

গত ২৪-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে কৃষি তথ্য প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কৃষিতে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুর রিজিয়নাল সেচ ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে স্থাপিত ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচারিত হচ্ছে "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, কৃষি হবে দূর্বার"।

করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে সামনের দিনগুলোতে খাদ্য সংকট মোকাবিলায় দেশের পতিত জমিতে চাষাবাদ নিশ্চিতের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশের পর পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি তথ্য প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কৃষিতে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুর রিজিয়নাল সেচ ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে স্থাপন করা হয়েছে ডিসপ্লে বোর্ড। স্থাপিত ডিসপ্লেবোর্ডে প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে--সুযোগ্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহোদয়ের পরিকল্পনায় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত শর্ট ডকুমেন্টারী "মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, কৃষি হবে দূর্বার" এছাড়াও "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ"

শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ভিডিও চিত্রসহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন বিজ্ঞাপন।

রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের আওতায় গত ১৮ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভা চলাকালীন সময়ের চিত্র। সভায় সার্কেলের আওতায় নবনিযুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলীদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের আওতায় গত ১৪ জানুয়ারী ২০২০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল প্রকৌশলীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন।

গত ০৭-০৯২০২০ খ্রিঃ তারিখে রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বিএডিসি, রংপুর এর পক্ষ হতে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রায় ২০০টি ফলদ, বনজ ও ভেষজ বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি), বিএডিসি, রংপুর মহোদয় ফলদ, বনজ ও ভেষজ তিনটি গাছের চারা রোপন করে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন।

সার্কেলের আওতায় জনবলের তথ্য

ক্র: নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুণ্য পদের সংখ্যা
০১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১	০১	০
০২	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৩	৩	০
০৩	সহকারী প্রকৌশলী	০৮	০৭	০১
০৪	উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৩২	২৭	০৫
০৫	তত্ত্বাবধায়ক/প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	০
০৬	সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২	০১	০১
০৭	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৪	০	০৪
০৮	সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১	০১	০
০৯	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৮	০৮	০
১০	সহকারী ভাণ্ডাররক্ষণ কর্মকর্তা / উচ্চতর ভান্ডার রক্ষক	০৩	০	০৩
১১	ক্যাশিয়ার	০৮	০২	০৬
১২	মেকানিক	৩৩	০২	৩১
১৩	সহকারী মেকানিক / মেশিনিস্ট	৩১	২৭	০৪
১৪	ওয়ার্ক এসিস্টেন্ট	০৪	০৩	০১
১৫	ইলেক্ট্রিশিয়ান	০১	০	০১
১৬	ওয়েল্ডার	০১	০	০১
১৭	গাড়ী চালক	০৬	০১	০৫
১৮	পিয়ন	১৫	০১	১৪
১৯	দারোয়ান	১৫	০	১৫
	মোট =	১৭৮	৮৫	৯৩

প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকাশনাসমূহ

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ "প্রসপেক্টাস"।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় "করোনা কালীন সময়ে আমনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্পূরক সেচের ভূমিকা" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত লিফলেট।

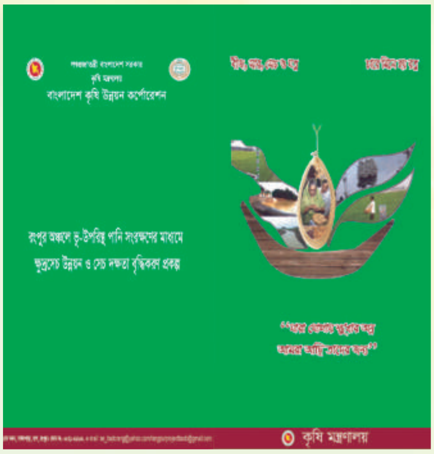

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক মুদ্রণকৃত নোট বুক।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক মুদ্রণকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ছবি সংযুক্ত স্পাইরাল প্যাড।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক মুদ্রণকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ছবি সংযুক্ত ফোল্ডার।

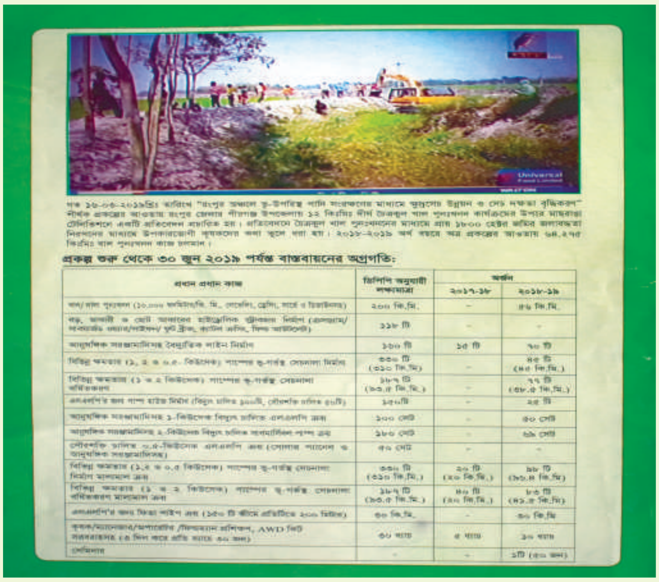

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগনের পরিদর্শন ও নির্দেশনা ও তথ্য সম্বলিত একটি বার্ষিক অভ্যন্তরীন মুখপত্র "সেচ সমাচার"।

ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত খবর

গত ১৬-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ১২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ চৈত্রকুল খাল পুন:খনন কার্যক্রমের উপরে মাছরাঙা টেলিভিশনে একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। প্রতিবেদনে চৈত্রকুল খাল পুন:খননের মাধ্যমে প্রায় ১৮০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরশনের মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষকদের কথা তুলে ধরা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে অত্র প্রকল্পের আওতায় ৬৪.২৭৫ কিঃ মিঃ খাল পুন:খনন কাজ চলমান।

গত ০৫-০৩-২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক কাউনিয়ার চরে নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমান সোলার সেচ ব্যবস্থার উপর আপডেট টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের চিত্র।

গত ২৯-০২-২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প কর্তৃক কাউনিয়ার চরে নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমান সোলার সেচ ব্যবস্থার উপর মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের চিত্র।

প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলার পঞ্চপুকুর মৌজায় সংস্কারকৃত ২-কিউসেক গনকূ'তে এ্যাপস্ ভিত্তিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেচযন্ত্র চালু, বন্ধ ও মনিটরিং কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের খবর গত ২৪-১১-২০১৯খ্রিঃ তারিখে প্রচারিত হয় গাজী টিভিতে।

গত ১২ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ তারিখে রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায় তিস্তা নদীর চরাঞ্চলে/রিভারবেডে ভ্রাম্যমান সোলার সেচ কার্যক্রম এর খবর প্রচারিত হয় বাংলাদেশ টেলিভিশনে।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

“রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলার পুন:খননকৃত সিংগীমারী (৫কি: মি:) খালের উপকারভোগী প্রায় ২০০ জন কৃষকের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি’র সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, মহোদয়।

গত ২৫-০৭-২০১৯ খ্রি: তারিখে বিএডিসি’র সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, মহোদয়ের সাথে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের চিত্র।

গত ১৭-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় “সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ” তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে. এম. তরিকুল ইসলাম, সাবেক বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর মহোদয়।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

৬ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় পুন:খননকৃত সোনামতি (৮.৭৫ কি.মি.) সোনামতি খাল পরিদর্শন করেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি), বিএডিসি, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর মহোদয়।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় পুন:খননকৃত টেংরামারী (১৪.৪ কি.মি.) খাল পরিদর্শন করেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি), বিএডিসি, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর মহোদয় ও জনাব হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা), লালমনিরহাট রিজিয়ন, বিএডিসি লালমনিরহাট।

গত ১২ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট ইউনিয়নে পুন:খননকৃত কুলাঘাট খালের উপর মাঝারি আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সুজন, উপজেলা চেয়ারম্যান, লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট মহোদয়।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে পুন:খননকৃত ফলিমারী (৮.৯ কি. মি.) খালের পাড়ে তালগাছের (৫ হাজার টি) বীজ বপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ, রংপুর ও জনাব এ.এইচ.এম মিজানুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), রংপুর রিজিয়ন, বিএডিসি, রংপুর।

১৭ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় রংপুর সদর উপজেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পুন:খননকৃত জিয়া (৫.১ কি.মি.) খালের পাড়ে (৫ হাজার টি) তালগাছের বীজ বপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ইসরাত সাদিয়া সুমী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সদর, রংপুর ও জনাব এ. এইচ. এম মিজানুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), রংপুর রিজিয়ন, বিএডিসি, রংপুর।

২১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে পুন:খননকৃত তুলশীরহাট বৈরাগীর (২.৯ কি. মি.) খালের পাড়ে (২ হাজার নয়শত টি) তালগাছের বীজ বপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব তাসলিমা বেগম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গংগাচড়া, রংপুর ও জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (সওকা), রংপুর জোন, বিএডিসি, রংপুর।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

০৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে পুন:খননকৃত আলাইকুড়ি (৫.৯৫ কি.মি) খালের পাড়ে (৭ হাজার টি) তালগাছের বীজ বপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর ও জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), বিএডিসি, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর মহোদয়।

২২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পুন:খননকৃত গোড়গ্রাম (৮.৮ কি.মি.) খালের পাড়ে তালগাছের (৪ হাজার আটশত টি) বীজ বপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব এলিনা আক্তার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নীলফামারী সদর, নীলফামারী ও জনাব এ.এইচ.এম মিজানুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ) রিজিয়ন, বিএডিসি, রংপুর।

২৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে পুন:খননকৃত আলাইকুড়ি (৬ কি. মি.) খালের পাড়ে তালগাছের (৬ হাজার টি) বীজ বপন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব জেসমীন প্রধান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পীরগাছা, রংপুর ও জনাব মোঃ শাহী আমিন, সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ), রংপুর জোন, বিএডিসি, রংপুর।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

২৫ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা কালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রকল্পের আওতায় কুড়িগ্রাম (ক্ষুদ্রসেচ) জোন দপ্তরে ৩ (তিন) দিন ব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), বিএডিসি, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর।

২৫ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ২৫ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা কালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট (সওকা) রিজিয়ন দপ্তরের ৩ (তিন) দিন ব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করছেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), বিএডিসি, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর।

৩০ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ২৫ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা কালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী (ক্ষুদ্রসেচ) জোন দপ্তরের ৩ (তিন) দিন ব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করছেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), বিএডিসি, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর ও জনাব মোঃ মোসফিকুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, নীলফামারী।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রংপুর কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), বিএডিসি, রংপুর, নির্বাহী প্রকৌশলী হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, লালমনিরহাট (সওকা) রিজিওন, লালমনিরহাট ও বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রংপুর কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ পালিত হয়।

জাতীয় শোক দিবসে ২০২০ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবার বর্গের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানো হয় বিএডিসি, রংপুর সেচ ভবনে অবস্থিত "বঙ্গবন্ধু কৃষি কর্নারে" স্থাপিত বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে। তারপর শ্রদ্ধা নিবেদন করা রংপুর শহরের ডিসি মোরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে।

সেচ মৌসুমের শুভ উদ্বোধন ও সোলার চালিত নৌকা বিতরণ

গত ২১-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রংপুর, সেচ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত কাউনিয়া বালাপাড়া ইউনিয়নের তালুকশাহবাজ চরে সোলার চালিত ভ্রাম্যমান এলএলপি'র পানি ব্যবহারকারী চাষীদের সাথে মতবিনিময় সভা জনাব মোছাঃ উলফৎ আরা বেগম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাউনিয়া মহোদয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, রংপুর।

তিনি বলেন চরাঞ্চলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় ফসল উৎপাদনে সেচ প্রদান খুবই কষ্টসাধ্য এবং ব্যয় বহুল। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম মহোদয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা মতে চরের সেচ ব্যবস্থা সহজলভ্য করার জন্য দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনার ফসল হল নৌকায় স্থাপিত ভ্রাম্যমান সোলার এলএলপি। সেচ স্কীমের সাথে সম্পর্কিত কৃষকগণ ও বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহজে নদী পারাপারের জন্য বিতরণ করা হয়েছে সোলার চালিত নৌকা। ভ্রাম্যমান সোলার এলএলপি ও ডাগওয়েলের মাধ্যমে গত মৌসুমে ন্যায় এই মৌসুমেও ৫০ হেক্টর জমিতে সফলভাবে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মতবিনিময় সভার সভাপতির বক্তব্যে জনাব মোছাঃ উলফৎ আরা বেগম বলেন নৌকায় স্থাপিত সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে চরাঞ্চলে সেচ প্রদান একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি।

গত ২১-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে কাউনিয়ার চরে/রিভারবেডে সেচ মৌসুমের উদ্বোধনী মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, রংপুর মহোদয়।

গত ২১-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে কাউনিয়ার চরাঞ্চলে চলতি মৌসুমে সুষ্ঠুভাবে সেচ প্রদানের লক্ষ্যে স্কীমের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সহজে নদী পারাপারের জন্য বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল কর্তৃক বিতরণকৃত সৌরশক্তি চালিত নৌকার শুভ উদ্বোধন করছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, রংপুর মহোদয় এবং জনাব মোছাঃ উলফৎ আরা বেগম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাউনিয়া।

চরাঞ্চরে সেচ প্রদানের জন্য এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার মহোদয় কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আসন্ন সেচ মৌসুমে সফলভাবে সেচ প্রদানের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন করতে বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের পাশাপাশি চরাঞ্চলের সকল কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্য উপস্থিত সকল কৃষকগণকে আহবান জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি রংপুর। তিনি বলেন পূর্বে কাউনিয়ার তালুকশাবাজপুর চরে ফসলের জমিতে শ্যালো টিউবওয়েল অথবা ভারে করে পানি বহন করে সেচ প্রদান করা হতো। বর্তমানে ভ্রাম্যমান এই পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য শক্তি চালিত এলএলপি'র মাধ্যমে সেচ প্রদান খুবই সহজ এবং খরচ প্রায় এক চতুর্থাংশে নেমে এসেছে।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কাউনিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ সাইফুল আলম। মোঃ শাহি আমিন, সহকারী প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, রংপুর, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কাউনিয়া ইউনিট এবং তালুকশাহবাজ গ্রামের প্রায় ১০০ জন কৃষক। আলোচনা শেষে চরের জমিতে চাষিদের যাতায়তের জন্য ৬সিট বিশিষ্ট ২০ ফিট বাই ৫ফিট সোলার চালিত নৌকা চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়। সেই সাথে নৌকার উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। ভ্রাম্যমান সোলার এলএলপি'র পাশাপাশি সোলার চালিত নৌকা পেয়ে চাষিরা বেজায় খুশি।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ এবং রাজস্ব আদায় সহজীকরণের নিমিত্ত উদ্ভাবনী সফটওয়্যার এর ব্যবহার

বর্তমান সরকারের ভিশন হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন করণের মাধ্যমে কৃষি/সেচ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা। তারই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজ সহজীকরণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য সফটওয়্যারটি তৈরী করা হয়।

উল্লেখ্য যে প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত ওয়েবসাইট (www.sebadcrangpur.com) এর অন্তর্ভূক্ত দুটি এপ্লিকেশন বেজড সফটওয়্যার হল:

১। "এমআইডিআইইইপি" (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের সফটওয়্যার)

২। "এমআইএস" (রাজস্ব আদায় সহজীকরণের নিমিত্ত সফটওয়্যার)।

- প্রকল্পের আর্থিক সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সহজে সংরক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
- প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সহজে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
- প্রকল্প কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামালের পরিমাণ, সংরক্ষণের স্থান নির্ধারণ এবং বিতরণের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
- প্রকল্প কর্তৃক প্রদানকৃত কৃষক/কর্মচারী/কর্মকর্তা ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
- কৃষক কর্তৃক প্রদানকৃত সেচ চার্জের (রাজস্ব) হিসাব, সেচযন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং সংস্থার মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন (১-৮) তৈরী করা ও সংরক্ষণ করা যাবে।
- প্রকল্পের যাবতীয় কাগজপত্রাদি এবং চলমান কার্যক্রমের স্থিরচিত্র সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।
- প্রকল্পের কার্যক্রমের স্বছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হতে প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
- সফটওয়্যারে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্কীমের কোর্ডিনেট (অক্ষাংশ ও দ্রাগিমাংশ) সংযুক্ত করে পরবর্তী যে কোন স্কীম বা খালের অবস্থান/ অবস্থা নির্ণয় করা যাবে। যা পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণে সহায়ক হবে।

জনাব মোঃ সাত্তার গাজী , প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের এবং রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ১২-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার জনাব মোঃ আঃ সাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), মহোদয় রংপুর সার্কেলাধীন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। মহোদয় সেচ ভবন, রংপুর এর প্রধান ফটকে স্থাপিত ডিসপ্লে বোর্ডে কৃষি মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে নির্মিত "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কৃষি", মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, কৃষি হবে দূর্বার" ও রংপুর প্রকল্পের কার্যক্রম প্রদর্শন পরিদর্শন করেন। অতঃপর মহোদয় সার্কেল দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি), রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বিএডিসি, রংপুর। সভায় আরো উপস্থিতি ছিলেন লালমনিরহাট (সওকা) রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ ও রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

গত ১২-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে জনাব মোঃ সাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং) বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়ের আগমন উপলক্ষ্যে রংপুর সেচ ভবন, রংপুর এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার চিত্র।

সভায় সভাপতি মহোদয় প্রধান অতিথি মহোদয়কে "এমআইডিআইইইপি" প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রকল্প পরিচালনায় ব্যবহৃত সফটওয়্যার এর একটি অনলাইন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। অতিথি মহোদয় বলেন প্রকল্প পরিচালনায় সফটওয়্যার এর ব্যবহার একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন। তিনি আরো বলেন সেচ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংদেশের কৃষি ব্যবস্থা ডিজিটাল হচ্ছে এবং এর মাধ্যমেই উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা। এর আগে তিনি সেচ ভবন রংপুর এর ক্যাম্পাসে নির্মিত "মুজিব কৃষি কর্নার" পরিদর্শন করেন এবং মন্তব্য রেজিস্টারে মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। পর দিন তিনি "লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপরিন লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প" এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের বার্তা ১১

বণিকবার্তা

১৬৬ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার —প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী

রংপুর অঞ্চল

দূরনিয়ন্ত্রণের আওতায় আসছে বিএডিসির ৩৩০ সেচযন্ত্র

সংকলিতঃ "সাপ্তাহিক বণিকবার্তা" তাং- ২৯-১১-২০১৯ খ্রিঃ
শিরোনামঃ "দূরনিয়ন্ত্রণের আওতায় আসছে বিএডিসি'র ৩৩০ সেচযন্ত্র"।

দৈনিক করতোয়া

The Daily Karatoa

রংপুরে বিএডিসির খাল পুনঃখননে ধানের উৎপাদন বেড়েছে

সংকলিত ঃ "দৈনিক করতোয়া" তাং- ২৭-১২-২০১৯খ্রিঃ
শিরোনামঃ "রংপুরে বিএডিসি'র খাল পুনঃখননে ধানের উৎপাদন বেড়েছে"।

দৈনিক পাঞ্জেরী

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ

The Daily Panjeree

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিএডিসি'র সেচ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিএডিসি'র সেচ পাম্প পরিচালনা কার্যক্রমের উদ্বোধন

সংকলিত ঃ "দৈনিক পাঞ্জেরী" তাং- ২৮-১১-২০১৯খ্রিঃ
শিরোনামঃ "ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিএডিসি'র সেচ পাম্প পরিচালনা কার্যক্রমের উদ্বোধন"।

আলোকিত বাংলাদেশ

রংপুরে বিএডিসি খালের সুফলভোগী ১৪ গ্রামবাসী

সংকলিত ঃ "আলোকিত বাংলাদেশ" তাং- ২৭-১২-২০১৯খ্রিঃ
শিরোনামঃ "রংপুরে বিএডিসি'র খালের সুফলভোগী ১৪ গ্রামবাসী"।

দৈনিক পাঞ্জেরী

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ

The Daily Panjeree

বিএডিসি'র ভ্রাম্যমাণ সোলার সেচ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে রংপুরে তিস্তার চরাঞ্চলে কৃষকের মুখে হাসি

সংকলিত ঃ "দৈনিক পাঞ্জেরী" তাং- ২৮-১১-২০১৯খ্রিঃ
শিরোনামঃ "বিএডিসি'র ভ্রাম্যমান সোলার সেচ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে রংপুরে তিস্তার চরাঞ্চলে কৃষকের মুখে হাসি"।

দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা

রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে

সেচ সুবিধায় এ অঞ্চলে বছরে বাড়তি খাদ্য শস্য উৎপাদন ৭২ হাজার ৮৮৭ মেট্রিক টন

সংকলিত ঃ "দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা" তাং- ১৪-০৩-২০১৯খ্রিঃ
শিরোনামঃ "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্পে কাজ এগিয়ে চলছে"।

প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত খবর

সংকলিত ঃ "দৈনিক বায়ান্নর আলো" তাংঃ- ২৮-১১-২০১৯খ্রিঃ
শিরোনামঃ "মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পাম্প চালু-বন্ধ করা যাবে
ডিজিটালাইড হচ্ছে বিএডিসি'র সেচযন্ত্র" ।

সংকলিত ঃ "সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা" তাং- ১৪ মে ২০২০খ্রিঃ শিরোনামঃ "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

সংকলিত ঃ "প্রতিদিনের বার্তা" তাং- ১৯-০৭-২০২০খ্রিঃ
শিরোনামঃ "পীরগঞ্জের আখিরা মরা খাল পুনঃখননের সুফল পেতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ" ।

সংকলিত ঃ "দৈনিক পাঞ্জেরী" তাংঃ- ০৪ নভেম্বর ২০২০খ্রিঃ
শিরোনামঃ "বিএডিসি'র উদ্যোগে রংপুরের চরাঞ্চলে চাষিদের মাঝে সোলার চালিত নৌকা বিতরণ" ।

সংকলিত ঃ "সাপ্তাহিক প্রত্যাশার আলো" তাংঃ- ২১-০২-২০২০খ্রিঃ
শিরোনামঃ "চরাঞ্চলে পরিবেশ বান্ধব সেচ সুবিধা বিএডিসি'র সোলার সেচ প্রকল্প পরিদর্শন" ।

বিএডিসি, সেচ ভবন, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর।